Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা ১৯

বাংলাদেশের দলিত তরুণসমাজ
প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

১৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই ব্রিফটি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ* আয়োজিত "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" উপলক্ষে প্রকাশিত।

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে ছয় লাখ দলিত জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হলো তরুণসমাজ, যারা বংশপরম্পরায় জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার শিকার হয়ে আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে তারা হতাশ হয়ে পড়ছে, যা তাদের যাপিত জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

দলিত জনগোষ্ঠী যেহেতু জন্ম ও পেশাগত কারণে সমাজে বিদ্যমান নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, সেহেতু এই জনগোষ্ঠীর তরুণসমাজ জন্মের সাথে সাথে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে। দলিতদের ক্ষেত্রে এটি প্রায় নিয়তিই বলা যায় যে একজন দলিত শিশু বড় হয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, জুতা সেলাইকারী বা জেলে হবে, কারণ এটি তার পারিবারিক পেশা। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের বৈষম্যমূলক প্রথার কারণে দলিত তরুণসমাজ শিক্ষা ও স্বাভাবিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যাচ্ছে। তাই এরা সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখতে পারছে না। জন্ম, জাতপাত ও পেশাগত কারণে বৈষম্যের শিকার এই অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণসমাজের শিক্ষাসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা খুবই জরুরি।

দলিত তরুণদের শিক্ষা পরিস্থিতি

দলিত তরুণদের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হলো, তাদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা। গত কয়েক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ও সাফল্য সত্ত্বেও দলিতরা এর বাইরে থেকে গেছে। দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত 'বাংলাদেশের দলিত সমাজ: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, দলিত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৭২ শতাংশ, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে তা প্রায় শতভাগ। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া দলিত শিশুদের ৬৩ ভাগই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত থেকে দেখা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ে দলিত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের হার ১২.৫ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৪.৩ শতাংশ আর উচ্চশিক্ষায় মাত্র ১.৯ শতাংশ।

দলিতদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণ স্বাভাবিকভাবেই জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার বহুল প্রচলিত রীতি। জন্ম ও জাতপাতের কারণে শত বছরের বঞ্চনা দলিতদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছে, যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। সময়ের পরিক্রমায় দলিতরা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরে এ ব্যাপারে সচেতন বা আগ্রহী হলেও জাতপাতের প্রশ্ন তাদের শিক্ষায় অংশগ্রহণকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ করছে। দলিত শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো: তাদের আলাদা বেঞ্চে বসতে বাধ্য করা, ক্ষেত্রবিশেষে মেঝেতে বসতে বাধ্য করা, পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝিয়ে না দেওয়া, জাতপাত তুলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের ঘৃণ্য আচরণ, অবজ্ঞা ও অবহেলা, দলিত শিশুদের দিয়ে স্কুলগৃহ, স্কুলপ্রাঙ্গণ ও টয়লেট পরিষ্কার করানো ইত্যাদি। এ ধরনের অমর্যাদাকর আচরণের ফলে দলিত শিশুরা শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে পারে না, তারা পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করে। এ কারণে দলিতদের মধ্যে খুব বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক বা উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করতে পারছে না। দলিত শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ

যারা জাতপাত, বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতায় পরিপূর্ণ বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করে প্রাথমিকের গণ্ডি পার হতে সক্ষম হয়, তারা দুর্বল ফলাফল ও মেধার কারণে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে পারে না। আবার বেসরকারি স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করার মতো আর্থিক সংগতিও তাদের নেই। ফলে অনেক দলিত শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে যেতে না পেরে কিশোর বয়সেই পারিবারিক পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়। অথচ সরকারি স্কুল ও কলেজে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যূনতম কোটা সুবিধা থাকলে অনেক দলিত শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারত। একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে যখন কোনো দলিত শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করতে আসে। বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) ও অন্যান্য দলিত ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির মুখে দেশের কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দলিতদের যে আর্থিক অবস্থা, তাতে নিজ এলাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েও তাদের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়া দলিতদের জন্য কোটায় এত কম আসন বরাদ্দ আছে যে আগ্রহ থাকলেও দলিত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে না। অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলিতদের কোটা সুবিধা দিলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেগুলো শর্তযুক্ত। দলিত কোটায় সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীকে দলিত পরিচয়ের স্বপক্ষে জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কারা দলিত সে বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা না থাকায় জেলা প্রশাসকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দলিত শিক্ষার্থীকে প্রত্যয়নপত্র দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

দলিত তরুণদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পৃক্ততা

জন্ম ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে সামাজিক বঞ্চনার যে সংস্কৃতি, তা দলিত শিশু-কিশোর ও তরুণদের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। ফলে দলিত তরুণদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা সমাজে তরুণ বা শিশু-কিশোরদের নিয়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দলিত তরুণ-শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। জাতপাতের কারণে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দলিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার অনেক ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের কারণে স্কুলেও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অনেক সময় দলিত শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পারে না। দলিত তরুণদের মূলধারার সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তবে দলিত সমাজের ভেতরে ক্লাব সংস্কৃতির চর্চা আছে, যার নেতৃত্ব তরুণেরাই দিয়ে থাকে। তবে এই ক্লাব সাংস্কৃতিক, অর্থাৎ মূলত পূজা আয়োজন বা আড্ডার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশু-কিশোর বা তরুণদের জন্য সৃষ্টিশীল আয়োজন এ সব ক্লাবে নেই বললেই চলে। সামাজিক গ্রন্থাগার বা তরুণদের জন্য সামাজিক উদ্যোগ দলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে তেমন একটা নেই। দলিত মেয়েরা বঞ্চিতদের মধ্যে আরও বঞ্চিত। দলিত মেয়েদের শতকরা ৭৬ ভাগের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানি ও নির্যাতন দলিত মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকই ঘটে থাকে। নিজ সমাজে বা বাইরে সর্বত্রই দলিত মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। বিশেষ করে, কলোনির পার্শ্ববর্তী মূলধারার বখাটে যুবকেরা প্রায়ই দলিত মেয়েদের শারীরিক নির্যাতন ও যৌন হয়রানি করে থাকে। এ ছাড়া পিতৃতান্ত্রিক প্রথা দলিত মেয়ে শিশুদের আরও পিছিয়ে দিচ্ছে। দলিত পুরুষদের একটি বড় অংশ মনে করে, মেয়েরা গৃহস্থালির কাজ ও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য জন্মেছে। অনেক পিতামাতা মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশুর শিক্ষায় ব্যয় করতে ইচ্ছুক। ছেলে শিশুর শিক্ষাই তাদের অগ্রাধিকার।

দলিত তরুণদের কর্মসংস্থান

জাতপাত, পেশা ও অস্পৃশ্যতাভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দলিতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত ও নির্দিষ্ট। দলিতরা সাধারণত মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বসবাস করে। আর এই বিচ্ছিন্নতার কারণে জীবিকা ও পেশার ক্ষেত্রে মূলধারার সমাজে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হচ্ছে, তার সাথে এদের সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। এ ছাড়া শিক্ষাগত ও দক্ষতার ঘাটতি থাকায় পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্যবাহী পেশার বিকল্প ভালো কোনো পেশায়ও তারা যুক্ত হতে পারছে না। মর্যাদাসম্পন্ন পেশার অনিশ্চয়তা দলিতদের শিক্ষা উন্নয়নেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একজন দলিত তরুণ উচ্চশিক্ষিত হলেও তাকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের সাথে যোগ্যতার লড়াইয়ের পাশাপাশি জাতপাতের বিরুদ্ধেও লড়াই করে চাকরি পেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত হলেও শুধুমাত্র দলিত পদবি দেখে তাকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদেও যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মূলধারায় চাকরিরত শিক্ষিত দলিতদের ৫৯ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হন। এ ছাড়াও দলিত পরিচয়ের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের বেশি সময় কাজ করতে হয়। আবার তাদের বেতনও কম দেওয়া হয়। তার সঙ্গে খারাপ আচরণ তো আছেই। এসব কিছুর মধ্যেই তাদের চাকরি করতে হয়। ফলে অনেক শিক্ষিত দলিত কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দলিত পরিচয় গোপন করে। ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে মূলধন সংকট দলিত তরুণদের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। দলিতদের বেশির ভাগই ভূমিহীন হওয়ায় জামানত প্রদানে অক্ষমতার কারণে তফসিলী ব্যাংক তাদের ঋণ দেয় না। আর ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার নানা রকম শর্তের বেড়াজালে দলিতরা কাঙ্ক্ষিত ঋণসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। সে জন্য তারা বিকল্প জীবিকার সুযোগও গ্রহণ করতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় নীতি, পরিকল্পনা, সাংবিধানিক ও আইনগত প্রবিধান

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই সনদে বৈষম্যহীনতার মূলনীতিতে বলা হয়েছে, জাতি, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক অথবা আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল প্রকার নির্যাতন ও শোষণ থেকে সুরক্ষার জন্য সকল শিশুর সমান অধিকার আছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭-এ বলা হয়েছে, আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান; অনুচ্ছেদ ২৮-এ সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সনদ, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনে শিশুদের সুরক্ষায় অনেক ধরনের বিধান থাকলেও দলিত শিশু-কিশোর ও তরুণেরা শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ সকল ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের কারণে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোটা রাখার জন্য ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়নি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু উল্লিখিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্ব-উদ্যোগে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

জরুরি করণীয়

- বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর তরুণদের সার্বিক চিত্র জানার জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে জরিপ পরিচালনা করা;
- প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের সকল সরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরিপত্র জারি করা;
- জাতীয় পাঠ্যক্রমে অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের নিরসনকল্পে নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে দলিত শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়া এবং তাদের সৃষ্টিশীলতা ও মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দলিত শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে পায়, তা নিশ্চিত করা;
- সামাজিক ক্লাব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কার্যক্রমে মূলধারার তরুণদের সাথে দলিতদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য মোকাবিলায় আইন কমিশনের সুপারিশকৃত বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়ন করা;
- দলিত তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদাকর কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে তাদের অগ্রাধিকার, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও কর্মস্থলে জাতপাতভিত্তিক আচরণের পরিবর্তন নিশ্চিত করা।

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে নাগরিক উদ্যোগ (www.nuhr.org)। নাগরিক উদ্যোগ এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

Citizen's Platform

Briefs

Citizen's Platform Brief 18

Youth in Action towards Sustainable Development Goal 6: Challenges, Opportunities and Way Forward

Citizen's Platform Brief 17

Promoting Mental Health in Bangladesh: From Evidence to Policy Advocacy

Citizen's Platform Brief 16

শিক্ষা সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য অধিকারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি

Citizen's Platform Brief 15

কমিউনিটি রেডিও: যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের এক অনন্য মাধ্যম

Citizen's Platform Brief 14

প্রতিরোধ ও সম্ভাবনায় তরুণসমাজ

Citizen's Platform Brief 13

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: অর্থপাচার প্রতিরোধ এবং অপহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

Citizen's Platform Brief 12

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

Citizen's Platform Brief 11

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

Citizen's Platform Brief 10

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: দুর্নীতি ও ঘুষ হ্রাসে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

Citizen's Platform Brief 9

The State of the Marginalised in Bangladesh

Citizen's Platform Brief 8

Localising the SDGs in Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net